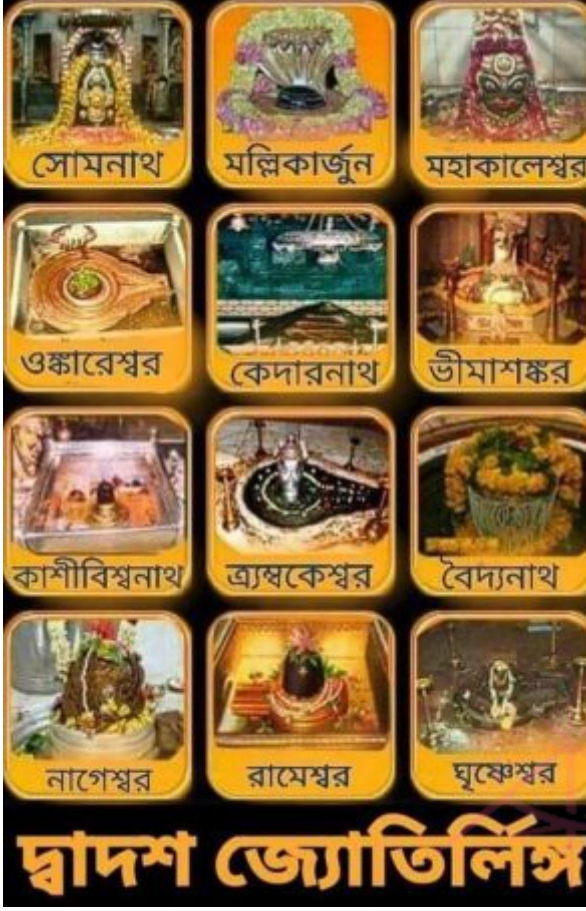




দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ বলতে শবিরে বারোটি বিশিষ্ট মন্দির ও সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শবিলিঙ্গগুলিকে বোঝায়। মন্দিরগুলি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শবিরে পবিত্রতম মন্দির।

শবি পুরাণ অনুযায়ী দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ □

1. সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ □

সটোরাষ্ট্রদশে বশিদহেতরিম্ যৎ জ্যোতির্মযঃ চন্দ্রকলাবতংসম্ ।

ভক্তপ্রদানায়, কৃপাবতীরণং তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥

অর্থঃ- যনি দিয়া পূর্বক সটোরাষ্ট্রপ্রদশে অবতীরণ হয়ছেন, চন্দ্র যার মস্তক ভূষণ, সেই জ্যোতির্লিঙ্গ স্বরূপ ভগবান সোমনাথের আমি শরণাগত হলাম।

সোমনাথ শব্দটির অর্থ “চন্দ্র দেবতার রক্ষাকর্তা”। পুরাণ মতে চন্দ্রদেবতা এখানে শবি আরাধনা করছিলেন। সোমনাথ মন্দিরটি ‘চরিন্তন পীঠ’ নামে পরিচিত। ভারতের গুজরাট রাজ্যের সটোরাষ্ট্র এর নকিট প্রভাস ক্ষেত্রে অবস্থিত এই মন্দির। আমদোবাদ থেকে অল্প দূরে ভরোবল

শহর থেকে ৪/৫ কিমি দূরে এই মন্দির অবস্থিত। সারা বর্ষ ও ভারত জুড়ে অসংখ্য পুণ্যার্থী ও ভক্ত আসনে এই জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন ও পূজা নবিদেন করত। অতীতে এই শবি মন্দির বারবার বদিশী শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রায় পাঁচবার বা তার বেশিবার এই মন্দির পুনর্নির্মিত করা হয়।

2. মল্লিকার্জুন জ্যোতির্লিঙ্গ □

শ্রীশলৈশৃঙ্গে বিধাতসিঙ্গে তুলাদ্রতিঙ্গহেপি মুদা বসন্তম্ ।

তমর্জুনং মল্লিকপূর্বমকেং নমামি সংসারসমুদ্রসতেম্ ॥

অর্থাৎ- যিনি উচ্চ আদর্শভূত পর্বত থেকেও উচ্চ শ্রীশলৈ পর্বতের শিখরে, যে স্থানে দেবতাদের সমাগম হয়, অতীত আনন্দ সহকারে নবাস করেন এবং সংসার সাগর পার করবার জন্য যিনি সৌন্দর্যরূপ, সেই প্রভু মল্লিকার্জুনকে আমি নমস্কার জানাই।

দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে রাজ্যের শ্রীশলৈ পর্বতে এই পীঠ অবস্থিত। হরগৌরীর পুত্র কার্ত্তিক, মতান্তরে চন্দ্রগুপ্তের কন্যা এখানে শবি আরাধনা করছিলেন। এই প্রসিদ্ধ শবি মন্দিরটি পূর্বমুখী। কন্দ্রীয মণ্ডপে অনেকগুলি স্তম্ভ এবং নন্দীকেশবরের একটি বিরাট মূর্তি আছে। দক্ষিণ ভারতের সকল হিন্দুদের কাছে এই মন্দির অনেক পবিত্র। সারা বছর ধরে এখানে অনেকে অনেকে ভক্ত আসনে নিজের মনস্কামনা পূর্ণ করতে ও বাবা শবিরে লিঙ্গে জল অর্পণ করত। শবিরাত্রি এই মন্দিরে প্রধান উৎসব।

3. মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ □

অবন্তকিয়াং বহিতিবতারং মুক্তপিদানায় চ সজ্জনানাম্ ।

অকালমৃত্যুঃ পররিক্ষণার্থং বন্দে মহাকালমহাসুরশেম্ ॥

অর্থাৎ- সাধু-সন্তদের মোক্ষ প্রদান করবার জন্য যিনি অবন্তীপুরীতে অবতরণ করেছেন, মহাকাল নামে প্রসিদ্ধ সেই মহাদেবকে আমি অকালমৃত্যু থেকে বাঁচবার জন্য নমস্কার জানাই।

ভারতের মধ্যপ্রদেশে এই ধাম অবস্থিত। অবন্তী নগরীর এক বদেজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও রাজা চন্দ্রসেন এখানে শবি উপাসনা করছিলেন। এখানে সারা বছর অসংখ্য পুণ্যার্থী আসনে এই মন্দিরে পূজা দিতে। এটিই একমাত্র দক্ষিণমুখী মন্দির। মহাকালেশ্বরের মূর্তিটি ‘দক্ষিণামূর্তি’। এই শব্দে অর্থ ‘যাঁর মুখ দক্ষিণ দিকে’। এই মূর্তির বিশেষত্ব এই যে “তান্ত্রিক শবিনতের” প্রথাটি বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গে মধ্যম একমাত্র মহাকালেশ্বর মন্দিরে দেখা যায়। ‘ওঙ্কারেশ্বর মহাদেব’ের মূর্তিটি মহাকাল মন্দিরে গর্ভগৃহের উপরে স্থাপিত। গর্ভগৃহের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দিকে যথাক্রমে গনেশ, পার্বতী ও কার্ত্তিকের মূর্তি স্থাপিত আছে। দক্ষিণ দিকে শবিরে বাহন নন্দীর মূর্তি স্থাপিত আছে। মন্দিরে তৃতীয় তলে নাগচন্দ্রেশ্বর মূর্তি আছে। এটি একমাত্র নাগ পঞ্চমীর দিন দর্শনের জন্য খুলে দেওয়া হয়। মন্দিরে পাঁচটি তল আছে। তার মধ্যে একটি ভূগর্ভে অবস্থিত। এছাড়া মন্দিরে একটি বিশাল প্রাঙ্গণ রয়েছে। হরদের দিকে অবস্থিত এই প্রাঙ্গণটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মন্দিরে শিখর বা চূড়াটি শাস্ত্রে উল্লিখিত পবিত্র বস্ত্র দ্বারা ঢাকা থাকে। ভূগর্ভস্থ কক্ষটির পথটি পতিলের প্রদীপ দ্বারা আলোকিত হয়। মনে করা হয়, দেবতাকে এই কক্ষেই প্রসাদ দেওয়া হয়। এটি মন্দিরে একটি স্বতন্ত্র প্রথা। নামন্দিরে গর্ভগৃহে যেখানে শবিলিঙ্গটি রয়েছে সেখানে সলিং-এ একটি শ্রীযন্ত্র উলটো করে ঝোলানো থাকে।

4. ওঙ্কারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ □

কাবেরকিনর্মদযোঃ পবিত্রে সমাগমে সজ্জনতারণায় ।

সদবৈ মান্ধাতপুরে বসন্ত- মোঙ্কারমীশং শবিমকেমীডে ॥

অর্থাৎ- যিনি সৎ ব্যক্তিদের সংসার সাগর পার করানোর উদ্দেশ্যে কাবরী ও নর্মদার পবিত্র সংগমরে কাছে মান্ধাতাপুরে সর্বদা বাস করেন, সেই অদ্বিতীয়, কল্যাণময়, ভগবান ওঙ্কারেশ্বররে আমি স্তব করি।

ভারতের মধ্যপ্রদেশে নর্মদা তটে এই শবি মন্দির অবস্থিত। রাজা মান্ধাতা এখানে শবি আরাধনা করছিলেন। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর স্টেশন থেকে ৭৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পাঁচতলা মন্দিরের গর্ভগৃহে ছোট্ট শবিলিঙ্গ। সামান্য উচ্চতা। জাতধর্ম নবিশেষে স্পর্শ করে পূজা দেওয়া যায়। সারা বছর ধরেই অনেকে পুণ্যার্থী আসনে পূজা দিতে।

5. কদোরনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ □

মহাদ্রপিরশ্বে চ তটে রমন্তং সম্পূজ্যমানং সততং মুনীন্দ্রৈঃ ।

সুরাসুরৈর্যক্ষমহোরগাদ্যৈঃ কদোরমীশং শবিমকেমীডে ॥

অর্থাৎ- যিনি মহাগরি হিমালয়ে কদোর শৃঙ্গের ওপর সর্বদা বসবাস করেন এবং মূনি, ঋষি, দেবতা তথা অসুর, যক্ষ, মহাসরপাদি দ্বারা পূজিত হন, আমি সেই একমাত্র কল্যাণকর ভগবান কদোরনাথরে স্তব পাঠ করি।

ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের গাড়োয়াল হিমালয় পর্বতশ্রেণীতে এই মন্দির অবস্থিত। এটি মন্দাকিনী নদীর তীরে স্থাপিত। হরিদ্বার থেকে এই পীঠ যতে হয। নরনারায়ণ নামক ঋষি এখানে শবি আরাধনা করছিলেন। চারধামের অন্যতম কদোরনাথ। এখানকার তীব্র শীতের জন্য মন্দিরটি কেবল এপ্রিল মাসের শেষ থেকে কার্তিক পূর্ণিমা অবধি খোলা থাকে। শীতকালে কদোরনাথ মন্দিরের মূর্তিগুলিকে ছয় মাসের জন্য উখি মঠে নিয়ে গিয়ে পূজা করা হয়। এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল কদোরখণ্ড ; তাই এখানে শবিকে কদোরনাথ (অর্থাৎ, কদোরখণ্ডের অধিপতি) নামে পূজা করা হয়।

6.. ভীমাশঙ্কর জ্যোতির্লিঙ্গ □

যং ডাকিনীশাকনিকাসমাজে নষিবে্যমাণং পশিতাশনশৈচ্চ ।

সদবৈ ভীমাদপিদপ্রসদিধং তং শঙ্করং- ভক্তহতিং নমামি ॥

অর্থাৎ- ডাকিনী, শাকিনী ও প্রতে দ্বারা যিনি নিত্য পূজিত হন, সেই ভক্তহতিকারী ভগবান ভীমাশঙ্করকে আমি প্রণাম করি।

মহারাষ্ট্রের পুনা জেলার গোরগাঁও এর কাছে সহ্যাদ্রি পর্বতমালায় ভীমাশঙ্কর মন্দির অবস্থিত। এখানে ভগবান শবি ভীম নামক এক রাক্ষসকে বধ করবার জন্য প্রকটিত হয়েছিলেন। এই অঞ্চলটি প্রাচীনকালে ডাকিনী দেশ নামে পরিচিতি ছিল। গ্রহের বাঁধা কাটানো ও অকাল মৃত্যু রোধ করার অসংখ্য ভক্ত আসেন এখানে। জঙ্ঘলের মধ্যে ঘন গ্রানাইট পাথরের তৈরি এই মন্দির। এই মন্দিরের লিঙ্গ মাঝারি আকারের।

7. কাশী বশ্বিনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ □

সানন্দমানন্দবনে বসন্ত- মানন্দকন্দং হতপাপবৃন্দম্ ।

বারাণসীনাথমনাথনাথং শ্রীবশ্বিনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥

অর্থাৎ- যিনি স্বয়ং আনন্দকর এবং আনন্দ পূর্বক আনন্দবন কাশী ক্ষেত্রে বাস করেন, যিনি পাপ নাশ করেন, অন্যথায় নাথ্যে সেই কাশীপতি শ্রীবশ্বিনাথের কাছে আমি শরণ নিলাম।

এখানে ভগবান শবি দেবী উমার সহতি কিছুকাল নবাস করছিলেন। এখানে তিনি বশ্বিনাথ। এটি ভারতের উত্তরপ্রদেশের কাশীতে অবস্থিত। কাশী বশ্বিনাথ মন্দিরটি শৈবধর্মের প্রধান কেন্দ্রগুলির অন্যতম। অতীতে বহুবার এই মন্দিরটি বিভিন্ন আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও

পুনর্নন্নিমিত্তি হয়.ছে. বর্তমান মন্দিরটি ইন্ডোরের মহারানি অহল্যা বাই হোলকর তৈরি করে দেন। মন্দিরে ১৫.৫ মিটার উঁচু চূড়াটি সোনায. মোড়া। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, গঙ্গায়. একটা ডুব দিয়ে এই মন্দির দর্শন করলে মোক্ষ লাভ করা সম্ভব।

8. ত্র্যম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ □

সহ্যাদ্রিশির্ষে বসন্তং গোদাবরীতীরপবিত্রদশে ।

যদ্রশনাং পাতকমাশু নাশং প্রযাধি তং ত্র্যম্বকমীশমীডে ॥

অর্থ্য- যনি গোদাবরী তটে পবিত্র সহ্যাদি পর্বতের নর্মল শখিরে বাস করেন, যাঁর দর্শন লাভে সত্বর সকল পাপ বমিচন হয়., আমি সেই ত্র্যম্বকেশ্বরের স্তব পাঠ করি।

মহারাষ্ট্রেরে নাসকিরে কাছে গোদাবরী নদীর উৎসের কাছে অবস্থতি এই শবি মন্দির। মহর্ষি গটাতম এখানে সস্ত্রীক শবি উপাসনা করছিলেন। এই লিঙ্গমূর্তি তিনি ভাগে বিভক্ত এবং অন্য শবিলিঙ্গেরে চয়ে আলাদা। এই মন্দিরেরে পুনর্নিমাণ শ্রী নানা সাহবে পশোয়া করেন।

9. বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ □

পূর্ববোত্তরে প্রজ্বলকানধানে সদা বসন্তং গরিজাসমতেম্ ।

সুরাসুরাধতিপাদপদমং শ্রীবৈদ্যনাথং তমহং নমামি ॥

অর্থ্য- যনি পূর্ববোত্তম দকিরে বৈদ্যনাথ ধামেরে ভেতরে সর্বদা গরিজার সঙ্গে বাস করেন, দেবতা ও অসুরগণ যাঁর চরণ কমল আরাধনা করেন, সেই শ্রীবৈদ্যনাথকে আমি প্রণাম করি।

ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যেরে দেওঘরে বৈদ্যনাথ মন্দির অবস্থতি। এটি ভগবান শবিরে রাবন কে প্রদত্ত আত্মলিঙ্গ থেকে সৃষ্ট। অসংখ্য পুণ্যার্থী সারা বছর ধরেই এখানে আসনে, শবিলিঙ্গে জল ঢালনে ও পূজা দনে। শ্রাবন মাসে সবচেয়ে বেশি ভিড়ি হয়। এটিই একমাত্র তীর্থ যা একাধারে জ্যোতির্লিঙ্গ ও শক্তপিঠ।

10. নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ □

যাম্যে সদঙ্গে নগরহেতরিম্যে বিভূষিতাঙ্গং ববিডিধিশ্চ ভোগৈঃ ।

সদভক্তমিক্তপ্রদমীশমকেং শ্রীনাগনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥

অর্থ্য- যনি দক্ষণিরে রমণীয়. নগর সদঙ্গে নানাবধি ভোগে সহ সুন্দর বসন ভূষণে সজ্জতি হয়ে বরিজ করেন, যনি সদ ভক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন, আমি সেই প্রভু শ্রীনাগনাথেরে শরণ নলাম।

ভারতের গুজরাটেরে দ্বারকার কাছে এই পীঠ অবস্থতি। বৈশ্য সুপ্রযি. এখানে শবি পূজা করছিলেন। বিভিন্ন পটরাণকি আখ্যানে এই মন্দির ঐতিহাসিক কাল থেকে ভক্তদেরে জন্ম আকর্ষণেরে স্থল হয়ে আসছে। শবি উপাসকরা নাগেশ্বর মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন পরম পবিত্র বলে গণ্য করে।

11. রামেশ্বরম জ্যোতির্লিঙ্গ □

সুতান্রপর্ণীজলরাশিযোগে নবিধ্য সতেতুং বশিখিরৈসংখ্যৈঃ ।

শ্রীরামচন্দ্রণে সমর্পতিং তং রামেশ্বরনাথং নযিতং নমামি ॥

অর্থ্য- ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাম্রপর্ণী ও সাগর সঙ্গমে বাণেরে সাহায্যে সমুদ্রেরে বাঁধ দিয়ে তার ওপর যাঁকে স্থাপন করছিলেন, সেই রামেশ্বর দেবকে বধি নিয়ম অনুসারে প্রণাম করি।

তামলিনাড়ুর রামেশ্বরমে এই পীঠ অবস্থতি। লঙ্কা আক্রমণেরে আগে ভগবান রাম এখানে শবি

উপাসনা করছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের শেষে প্রান্তভূমি পক প্রণালীতে একটি দ্বীপের আকারে গড়ে উঠেছে রামেশ্বরম। রামেশ্বরের জ্যোতির্লিঙ্গটি বিশাল। এই মন্দিরে রামেশ্বরের স্তম্ভ অবস্থিতি। সারা বছর ধরেই অসংখ্য পুণ্যার্থী এখানে পূজা দিতে আসেন।

12 ঘৃণেশ্বরের জ্যোতির্লিঙ্গ □

ইলাপুরে রম্যবিশালকহেস্মিন্ সমুল্লসন্তং জগদ্বরণ্যম্ ।

বন্দে মহাদারতরস্বভাবং ঘৃণেশ্বরাখ্যং শরণং প্রপদ্যে ॥

অর্থাৎ- যিনি ইলাপুরের সুরম্য মন্দিরে বরাজ করে সমস্ত জগতের পূজ্য হয়ে রয়েছেন, যার স্বভাব খুবই উদার সেই ঘৃণেশ্বরের জ্যোতির্ময়, ভগবান শবিরে আমি শরণ নলিাম।

ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের আওরাঙ্গাবাদ থেকে 30 কিলোমিটার দূরে এবং দটোলতাবাদ বা দবেগরি থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে ইলোরা গুহার কাছে এই মন্দির অবস্থিতি। ঘৃণা নামক এক শবিক্তরে আহ্বানে ভগবান শবি এখানে জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে প্রকটি হয়েছিলেন। মন্দিরটি লাল পাথর দিয়ে তৈরি এতে পাঁচটি চুড়া দেখা যায়। মন্দিরটির গায়ে অনেকে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদিত আছে।

□ নমঃ শবিায়□হর হর মহাদেবে

